আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বার দর্শনা মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দর্শনা মুক্ত হয়। পাক-হানাদার বাহিনীর আবস্থান লক্ষ্য করে তিন দিকে থেকে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমন করে পাকবাহিনীকে হটিয়ে দর্শনা মুক্ত করে।

মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে দর্শনা শান্তি পাড়া ও পরাণপুর গ্রামের মাঁঝামাঝি মাঠে পাক হানাদার বাহিনী ঘাটি করে আছে।

এ খবর পেয়ে যুদ্ধকালিন কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে আব্দুল হামিদ তোতা, নুর হাকিম, গোলাম হোসেনসহ ৩০ মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩০০ জন মিত্র বাহিনী ভারতের গেদে বোর্ডারের ক্যাম্পে বসে রাতের খাবার খেয়ে পাক-বাহিনীর অবস্থানের দিকে রওনা হয়।

বারাদী সীমান্ত পেরিয়ে পারকৃষ্ণপুর মদনা হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে রাবারের নৌকা চেপে ৩০ জন করে মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে আবস্থান নিই বলে লিয়াকত আলী জানান।

তিনি আরো বলেন, আমরা ৩৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে পৌঁচ্ছে আমরা অবস্থান নিয়ে ব্যাংকার খুড়ে ফেলি। এরপর রেকি করে পাকবাহিনীর আবস্থান বুঝে রাত ৩টার দিকে সকল প্রস্তুতি সেরে পাক-হানাদার বাহিনীর গুলি, সেল, মোটার হামলা শুরু করি। রাত এক নাগাড়ে গুলি বর্ষন শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনীও পাল্টা সেল মারতে শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা ৪৫ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। মুহুর-মুহুর গুলি, সেল মটার সেল নিক্ষেপ করার ফলে এক পযার্য় পাকবাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। আমাদের লোকেশন বুঝতে না পেরে পাক-বাহিনী রেলগেট ও ডাঙ্গাপাড়া মাঠের দিকে সেল,মটার ও গুলি বর্ষন করতে থাকে।

ফলে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি না হলেও মিত্রবাহিনীর দুইজন নিহত ও একজন আহত হয় পাক-বাহিনীর। অপর দিকে পাক-হানাদার বাহিনী ব্যাপক হতাহত হয়। একদিকে আমাদের সাথে লড়াই চলছে। আপরদিকে উথলী দিক থেকে

আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে পাক-বাহিনীর উপর হামলা চালায়।

এ সময় তিনদিক থেকে মুক্তি বাহিনীর আক্রমনে পাক-হানাদার বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পাক-হানাদার বাহিনী রেলপথ ও সড়ক পথ ধরে চুয়াডাঙ্গা শহরের দিকে পালাতে থাকে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিঃ বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পযার্য়ক্রমে ৪ থেকে ৫ ও ৭ তারিখের মধ্যে দামুড়হুদা ও চুয়াডাঙ্গা মুক্ত হয়।

দর্শনায় ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ সিংনগরের ছোট গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে (২৮)গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ইনতাজুলের বাঁশ বাগানের সামনে থেকে গ্রেফতার করে।তিনি জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামের গাং ধার পাড়ার আমানত মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে আজ রবিবার (৩ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহ’র নেতৃত্বে, অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া বন্ধুতলা নামক স্থানে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ তার দেহ তল্লাশী করে ৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ বলেছে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনা দক্ষিনচাঁদপুর গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দক্ষিনচাঁদপুর গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটছে। আজ শুক্রবার দুপুরে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি সাধারন ডাইরি করছে তারেক আহম্মেদ।

অভিযোগ সুত্রে জানাযায় দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে তারেক আহম্মেদ ১৫০ সিসির পালসার মোটরসাইকেল যার ডিজিটাল নাং চুয়াডাঙ্গা ল ১১-৬৮৪৪ বাড়ির সামনে রিলিংয়ের ভিতর রেখে নামাজ পড়তে যায়।নামাজ পড়ে এসে দেখে তার ব্যাবহারকৃত মোটরসাইকেলটি আর নাই। পরে অনেক খুঁজাখুঁজি করে মোটরসাইকেলটির আর সন্ধান মেলেনি।

দর্শনায় হঠাৎ করে আবারো মোটরসাইকেল চোর চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে।গত ১ মাস আগেও দর্শনা মোহাম্মদপুর থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটছে। কোন উপায়ন্ত না পেয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা বলেন মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে একটি সাধারন ডাইরি হয়েছে।একটি অভিযোগপত্র পাওয়া গেছে।তবে বিষয়টি তদন্ত করে চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধারে পুলিশি তৎপরতা চলছে।

দর্শনা ফিলিং ষ্টেশনের নিকটে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-জীবননগর সড়কের দর্শনা

ফিলিং ষ্টেশনের নিকট জহির হোসেন(৪০) নামের এক কার্পাসডাঙ্গা বাজারের সাইকেল পার্টস ব্যবসায়ী কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। তার কাছে থাকা ২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন আহত জহির।

তিনি দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার দুর্গাপুর পশ্চিম পাড়ার শওকত আলী ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দিকে দর্শনা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা ফিলিংস্টেশনের নিকট এই ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ বলছে চাকরি দেওয়ার অথবা আদম বেপারী ঘটনায় টাকা লেনদেনের বিষয়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

আহত জহির হোসেন বলেন,বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দর্শনা বাস স্ট্যান্ডে ২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যবসার জন্য নিয়ে আসে। এ সময় দর্শনা ফিলিং স্টেশনের নিকট পৌঁছালে তাকে ৫/৬ জন দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। তার কাছে থাকা ২ লক্ষ্ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দৃর্বত্তরা।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। তার ক্ষত স্থানে ১৯ টি সেলাই দেওয়া হয়। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি)বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ওসি বলেন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে টাকা সংক্রান্ত অথবা আদম বেপারীর ঘটনার টাকা নেওয়া জের ধরে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

দর্শনা ছয়ঘরিয়া গ্রামের কৃষকের ফসল কর্তন; গ্রেফতার ৪

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঠে ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির প্রায় ১৯ লাখ টাকার ফলের গাছ ও ফসল কর্তন করেছে

দুবৃর্ত্তরা।

এছাড়া ২০/২৫ জন এ হামলা করে ৩টি শ্যালোমেশিন ভাংচুর ও বাড়ি ঘরে হামলা করে এবং ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল কর্তনের অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী মাতয়ার রহমান। এসব ফসলের রয়েছে ৩বিঘা ফলন্ত পেঁপে গাছ, ৩বিঘা ফলন্ত পেঁয়ারা গাছ, ৩ বিঘা ভুট্টা ক্ষেত ও ১৫ কাঠা কলাই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুবৃর্ত্তরা।

এসব ক্ষতি করার পরও দুবৃর্ত্তরা মতিয়ার রহমানের ৩টি শ্যালোমেশিন ভাংচুর ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষ। মতিয়ার রহমান জানান, প্রতিপক্ষের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে মামলা চলছিলো। সে মামলায় বাড়াদী গ্রামের ওলি হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান। তাদের পক্ষে রায় পেয়ে এসব ফসল বুনেছিলো। হঠাৎ গত রবিবার ভোরে ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গত ২৭/১১/২০২৩ ইং একটি মামলা করে। যার মালা নং জিআর-১৭/২০২৩। গতকাল সোমবার ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশ ঝাঁঝাঁডাঙ্গা গ্রামের মৃত আজিমুদ্দিনের ছেলে আমানুল্লাহ (৩৫) ও তার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ (৩০) এবং ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত বাহার আলীর ছেলে জান মোহাম্মদ ওরফে জানু (৬০) ও জান মোহাম্মদ এর ছেলে রকিবুল হক (৩১) কে গ্রেফতার করে। ঐ দিনেই কোট থেকে ৪ জনই জামিন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

মতিয়ার রহমানের অভিযোগ জামিন পেয়ে পুণরায় গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তার বাড়িতে হামলা করে। এতে দোলোয়ার হোসেন আহত হয়। দেলোয়ার হোসেনের মাথায় ৩টা ও নাকের উপর ১টি সেলাই হয়েছে। তবে জান মোহাম্মদ জানু ও তাদের লোকজন জানান, জমির মামলা এখনো নিস্পত্তি হয়নি। সে জোর করে ফসল, পেঁ◌ঁপে, কলাই ও পেঁয়ারা গাছ লাগিয়েছে। আমরা কোন ফসল কাটেনি।

জানাগেছে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ওলি আহম্মেদের ছেলে মতিয়ার ছয়ঘরিয়া মাঠে তিন বিঘা ফলন্ত পেয়ারা তিন বিঘা পেপে তিন বিঘা ভুট্রা মাশ কলাই ও ঝাল গত পরশু ভোরে একই ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের পটলা গংসহ ২০/২৫ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাগানগুলো কেটে সাবাড় করে।বাগানের মালিক মতিয়ার খবর পেয়ে প্রানের ভয়ে যেতে না পেরে দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দেয়।দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পালিয়ে যায় পটলা গং।

পরে মতিয়ার বাদি হয়ে থানায় এসে পটলাকে প্রধান আসামী করে ২০ জনের নামে থানায় মামলা করে।এ ঘটনায় মতিয়ার রহমান বাগান ও ফসল হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

দর্শনা সরকারী কলেজের ব্যবসায়ী বিভাগে গোল্ডেন এ প্লাস পেলো আঁখি

দর্শনা সরকারী কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের এইচ এসসি পরিক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছে অনামিকা আলম আঁখি।

আঁখি দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামের প্রবাসি বাদশা আলমগীর ও ফারজানা ইয়াছমিন ববির একমাত্র মেয়ে এবং দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুনের ভাগ্নি। আঁখির সাফল্য তার শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসহ সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন আঁখির মা, বাবা, নানা, নানি, খালা, মামানী।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্লো- ফায়ারিংয়ের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং আগুন নিক্ষেপের মাধ্যমে শুভ উদ্ধোধন অনুষ্টিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২ টায় কেরুজ বয়লিং হাউজের সামনে স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,কেরু চিনিকলের মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস সাত্তার,জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,চিনিকলের কারখানা মহাব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা,এ ডি এম ইউসুফ আলী,ষ্টোর কিপার ইনচার্জ লিংকন ঢালী,কেরু শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী,সাবেক সহ সাধারন সম্পাদক খবির উদ্দিন,এ অনুষ্টানের দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা,ও মুয়াজ্জিন নেছার উদ্দিন,অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহ সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে বলে ধারনা করছে কেরুজ কতৃপক্ষ।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন

কেরুজ চিনিকলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং দেওয়া হবে আজ শুক্রবার দুপুর ৩ টায় বয়লিং হাউজের সামনে। স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে আজ শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া শেষে বয়লারে ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন করবেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটির যেন সারা ঘায়ে পরিণত। প্রতিবছর এ মিল থেকে সরকার কোটি, কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতি উদ্যোগে মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। তারই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মৌসুম শেষ করতে হয় চিনিকলটির। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি, কোটি টাকা। বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে।

এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও এক,দুই বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে। এ মৌসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনক স্থানে নিতে ও চিনিকলকে বাঁচিয়ে রাখতে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের

সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২৩-২৪ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন। সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাইল সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এরমধ্যে ছোট খাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমে বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে। তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই ।

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন

দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে কল্যান ট্রাস্ট নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সকাল দশটায় সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্তরের গভীর কষ্টের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনের দীর্ঘ সময় চাকরি করার সূত্রে কেরু এন্ড কোম্পানিতে সময় কেটেছে।

এ সময়ের মধ্যে সহকর্মী ও শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন সূত্রে বিভিন্ন সংগঠনে নেতাদের খুব আস্থাভাজন হয়ে ওঠাও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় চাকরি থেকে অবসর নিলে সহকর্মীসহ কোন নেতাই আর খোঁজ রাখে না। আর এটাই বাস্তবতা। একজন চাকরিজীবী অবসরে গেলে সে বড় একা হয়ে পড়ে ও শরীর থেকে শুরু করে মানসিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গ দেওয়ার কেউ থাকে না। এছাড়া অবসরে যাওয়ার পর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের জন্য চরম বেগ পেতে হয়। কেউই তখন অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় খুব একটা এগিয়ে আসে না। এছাড়াও সহকর্মীরা যদি একটি স্থানে এসে একসাথে বসে কিছু সময় কাটায় তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে বলে জানাই বক্তারা। এ সকল দিক বিবেচনা করে কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামের এ কমিটি গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিআইসি হাফিজুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাকি সদস্যরা হলেন সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

দর্শনায় বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা থানা পরিদর্শন করেন। এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক চুয়াডাঙ্গা ড. কিসিঞ্জার চাকমাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে পৌর এলাকার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে দর্শনা পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দর্শনা পৌর মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার শাহা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ট এবং নিরপেক্ষ করার লক্ষে দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,দক্ষিন চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি উপস্থিত ভোটারদের সাথে কথা বলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বলেন, নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ট করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান কেউ কোন ধরণের বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করলে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না।